



## 10532 - অবধৈ সম্পর্করে ফলে দুঃশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা

### প্রশ্ন

প্রশ্ন: বর্তমানে আমি মানসিকভাবে খুব ভেঙে পড়েছি। মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করতে পারছি না। আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে অথবা মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে ভাবতে পারছি না। তবে, তা সত্ত্বেও আমি এই মুহূর্তে মরতে চাই না। আল্লাহর কাছে আশা করছি, আমি যি পাপ করছি তিনিতা ক্ষমা করে দবেনে।

আমার সমস্যাটা হল, বগিত কয়কে মাস ধরে আমি এক নারীর সাথে গভীর সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছি। তার সাথে কোন হারাম সম্পর্ক করার আমার কোনোরূপ ইচ্ছা ছিল না। তবে যে কারণে আমি তার কাছাকাছি এসেছি সেটা হল আমি তাকে বুঝতে চয়েছি যাত সে আত্মহত্যার ইচ্ছা থেকে সরে আসে। সে আত্মহত্যা করবে বলে মনস্থির করছি। সে উচ্চমাত্রার ট্যাবলেটে গ্রহণ করত। আমি তাকে আত্মহত্যার পাপ থেকে বাঁচানোর জন্য নানা উপদশে ও চেষ্টা করতাম। আমার ইচ্ছা ছিল তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানো। তবে যা ঘটল তা হলো- ক্রমান্বয়ে আমাদরে মাঝে সম্পর্ক ঘনষিঠ হলো। তবে আমরা কখনো যতীনকরমে লিপ্ত হই নি। এ ধরনের কাজে লিপ্ত হওয়ার কোনো ইচ্ছাও আমার ছিল না। মহিলাটি বিবাহিত। সমস্যা হলো- সে দাবি করছে, আমি একবার তার সাথে শারীরিকভাবে মিলিত হয়েছি। আমি তার কথা বিশ্বাস করি না। কেননা আমি কখনো আমার কাপড় খুলিনি। তবে সে ছিল অর্ধনগ্ন। আমার ভয় হচ্ছে, আমি গুনাহ করে ফেলেছি; যদিও আমি তার সাথে শারীরিকভাবে মিলিত হই নি। তবে যদি সত্যি তার দাবি অনুযায়ী এরূপ কর্ম করে থাকি, তবে তো আমার রক্ষা নই। আমি তাকে বিশ্বাস করি না; কারণ আমি বুঝতে পরেছি, সে আমার ভালো চায় না। আর তার আত্মহত্যার অভিনয়টি ছিল আমার নকিটবর্তী হওয়ার জন্য নছিক একটি ছিলনা।

বর্তমানে আমি খুবই উৎকণ্ঠিত। আমি ঘুমতে পারি না, কোনো কিছু করতে পারি না। যা হয়েছে তার জন্য আমি লজ্জিত। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যি আমাকে ক্ষমা করে দেন। আমি তো শুধু তাকে দোষখরে আগুন থেকে বাঁচাতে চয়েছেলাম; আর কিছু চাইনি। তবে এখন আমার ভয় হচ্ছে- আমি নিজেকে নজি ধ্বংস করার কারণ হয়েছি।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আপনাকে ঐ নারীর সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে। আপনি যি গুনাহর মধ্যে লিপ্ত হয়েছেন এর কারণ হচ্ছে- নারীদের সাথে সম্পর্ক করা ও তাদের সাথে একাকী অবস্থান করার ব্যাপারে আপনি শিথিলিতা করেছেন। এ



ধরনের পাপ আল্লাহর আযাব ও শাস্তিকি অবধারণি করে দেয়ে।

দুই:

সে নারীর সাথে এবং অন্য কোন নারীর সাথে সম্পর্ক থাকলে স্থায়ীভাবে সে সম্পর্ক কর্তন করতে হবে। কেননা এ ধরনের অধিকাংশ সম্পর্ককে শেষে পরণিত হিলো যনি-ব্যভচার অথবা অবধৈ ভোগে-উপভোগে। নাউজুবল্লাহ। আপনার কথামতো যদিও শুরুতে সম্পর্কটা ছিল নষিকলুষ। তবে শয়তান মানুষের মাঝে রক্তরে মতোই বচিরণ করে। আর জনে রাখুন, বগোনা নারীর সাথে সম্পর্ককে কখনো নষিপাপ বলা যায় না।

এখন আপনার উচতি হিলো- অনতবিলিম্বে আল্লাহর নকিট তওবা করা; উত্তম তওবা। তওবা করার পদ্ধতি হিল- যা ঘটতে গছে সে ব্যাপারে লজ্জতি হওয়া। এই সম্পর্ক পরপূর্ণভাবে ছিন্ন করা। অন্যকোনো হারাম সম্পর্ক কায়মে না করার ব্যাপারে অকপট প্রত্যয় গ্রহণ করা। এই খারাপ মহলিটি আপনাকে ধাঁধায় ফলে কনভিন্স করতে চাচ্ছে আপনিতার সাথে খারাপ কাজ করছেন; যাতে করে ভবষিযতে তার সাথে খারাপ কাজে লপিত হওয়ার জন্য সে এটাকে ছুতা হিসিবে ব্যবহার করতে পারে। যদি এ মহলির দাবি অনুযায়ী তার সাথে খারাপ কাজ করেও থাকনে তাহলেও যনে শয়তান এটাকে সুযোগ হিসিবে ব্যবহার করতে না পারে এবং আল্লাহর রহমত থেকে আপনাকে নরিশ না করে দেয়ে। অন্যথায় শয়তান আপনাকে কুপথে টেনে নিয়ে যাবে এবং খারাপ কাজে লপিত হওয়ার বিষয়টিকে তুচ্ছ জ্ঞান করাবে। বারবার এ-কাজে লপিত করাবে এবং একপর্যায়ে সে তওবা করা দুষ্কর হয়ে পড়ছে বলে প্রবোধ দবি। শয়তান এ ধরনের অনুভূতি আপনার মধ্যে বদ্ধপরিকর করতে চায়। তবে আল্লাহর রহমত সুপরসির। তাই আপনি দ্রুত তওবা করুন। আল্লাহ তাআলা বলনে: “বলে দনি, হে আমার বান্দাগণ, যারা নজিদরে উপর বাড়াবাড়ি করছে তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নরিশ হয়ে না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেনে। নশিচয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা আয-যুমার:৫৩] যবে ব্যক্তি সত্য ও খালসে তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। আল্লাহ তাআলা বলনে: “আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না এবং যারা আল্লাহ যবে জীবনকে হত্যা করা নষিধে করছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না। আর যারা ব্যভচার করে না। আর যবে ব্যক্তি এসব করবে সে আযাবপ্রাপ্ত হবে। কয়ামতরে দনি তার আযাব বর্ধতি করা হবে এবং সেখানে সে অপমানতি অবস্থায় স্থায়ী হবে। তবে যবে ব্যক্তি তওবা করে নেয়ে, ঈমান গ্রহণ করে এবং সৎকর্ম করে সে ছাড়া। আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পুণ্য দ্বারা পরবিত্তন করে দেবেনে। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা আল-ফুরকান: ৮৬-৯০]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণতি, জনকে ব্যক্তি একজন বগোনা নারীকে চুম্বন করে ফলেছিলি। এরপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ঘটনাটি তাঁর কাছে বর্ণনা করল। সে প্রকেষতি কুরআনরে এ আয়াতগুলো নাযলি হল: “আর তুমি সালাত কায়মে কর দবিসরে দু’প্রান্তে এবং রাতরে প্রথম অংশে, নশিচয় ভালকোজ মন্দকাজকে মটিয়ে দেয়ে। এটি উপদেশে গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশে।”[সূরা হুদ:১১৪] লোকটি বলনে: ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা কি শুধু আমার জন্য? তিনি বলনে: আমার উম্মতরে মধ্যে যবে কটে এ অনুযায়ী আমল করবে তাদের সবার জন্য। (অন্য এক



বরণনায়) তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি বিগোনা নারীর সাথে ফাহশো ছাড়া অর্থাৎ যৌনাঙ্গগে যনি করা ছাড়া আর সব কিছু করল।”[সহি মুসলিম, আত-তাওবা (৪৯৬৪)]

আপনি বেশি বেশি নিকে আমল করুন, নামাজ পড়ুন, ইস্তগেফার করুন। ভালো ও দ্বীনদার বন্ধুবান্ধবের সাথে উঠাবসা করুন; যাতা করে এ অবধি সম্পর্ককে বকিল্প হতে পারে। আর জনে রাখুন, পশ্চিমি দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত তওবার দরজা উন্মুক্ত এবং মৃত্যুর গড়গড়া শুরুর আগ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা বান্দার তওবা কবুল করেন।

অবশেষে বলতে চাই, নিজেকে হফোজতে রাখার জন্য আপনি অনতবিলম্বে শরয়িতসদিধ পথ গ্রহণ করুন। সটো হচ্ছ- বিবাহ। বিবাহের মাধ্যমে আপনি এ জাতীয় হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন।

আল্লাহ আমাদেরকে ও আপনাকে তিনি যা পছন্দ করেন ও ভালোবাসনে তার উপর আমল করার তাওফিকি দান করুন। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষতি হোক।